Ekdin_14_02_2020_P-9_P-6_amar desh 13/2/2020 9:46 PM Page 1

ভয়ংকর রূপে করোনা, চিনে একদিনে মৃত্যু ২৪২ জনের

বেজিং, ১৩ ফেব্রুয়ারি: জনেই ভয়াবহ আকার নিচ্ছে করোনা ভাইরাস। চিনে একদিনে মৃত্যুর সংখ্যা ছিয়াশেরও বেশি বেড়ে নয় শেরেক্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। বৃহস্পতি বুধবার মাত্র ভাইরাসে ২৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে মৃতের সংখ্যা পেড়ে হয়েছে ১,৩১০ জন। গত সোমবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিন ১০৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেইই ছিল এতদিন একদিনে সর্বাধিক মৃত্যুর রেকর্ড।

নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। বুধবার আরও ১৪,৮৪০ জনের শরীরে মিলেছে এই ভাইরাস। যার ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪৮,২০৬। হলেই প্রদেশের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আক্রান্তদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের থেকে নয়া প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হানেই থেকে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন। কয়েক ঘণ্টা আগেই চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, সরকারের কড়া পদক্ষেপে ইতিমধ্যে সুফল মিলছে। তবে চিনা বিশেষজ্ঞরা পূর্বাভাস দিয়েছেন, এই মাসের শেষের দিকে প্রায় আরও দেশে এই রোগ। চিকিৎসক মহলের দাবি, আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার সার্সে অনেক বেশি ছিল। গবেষণা ভাইরাসে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, সেই তুলনায় মৃত্যুর হার যথেষ্টই কম। কিন্তু এই ভাইরাস ছড়াচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত। এটাই চিন্তার। ১৯ শতাংশ মৃত্যুই চিনের মূল ভূখণ্ডে ঘটেছে। কিন্তু এর এক শতাংশ চিনের বাইরে, সেটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের। চিনের বাইরে এই সংক্রমণ কী ভাবে রোধ করা যায়, তাদের চিন্তা চলছিল। তাঁর। হিটিনের বাকি অংশে সংক্রমণের খবর জানা গেলেও এর দিন পাঁচেক কোনও আক্রান্তের কথা জানা ছিল না। বুধবার সে খবরও মিলেছে। সংবেদনশীলতার দাবি, সংক্রান্ত প্রথম যে আক্রান্তের হদিশ মিলেছে, তিনি সম্ভবত এক মহিলা। জেনিভায় এক সংবাদে 'ন' এই নতুন করোনা ভাইরাসের আনুষ্ঠানিক নামকরণ করেছে 'কোভিড-১৯'।

প্রাথমিকভাবে অবশ্যইয়ের বেজাইনি পশু বিক্রির বাজার থেকেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সূত্রপাত বলে ধারণা। তা করতে হলেই কার্যত সরকারিভাবে বন্ধ করা হয়েছে জায়গাকে। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে বাদিন্দা ওয়ারেন অর্থনিতির পাঁচ বাহিনী করে তাদেরকে। তাতে শুধু ৭১ বাজারে ওয়ার ঘাটা পেট্রোল ঢেলে আগুনধরানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এ দিকে, জাপানের ইতোকামায় 'ডায়মন্ড প্রিন্সেস' জাহাজে যে ৩,৭০৩ জন আটকে রয়েছেন, তাঁদের ১৯ ফেব্রুয়ারি অবধি কোয়ারান্টাইনে রাখা হবে বলে খবর।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার চান ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৩ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তাব পাস না করতে মার্কিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে সেনেটের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

স্থানীয় সময় বুধবার সেনেটরদের উদ্দেশ্যে করে এক টুইয়ার বার্তায় ট্রাম্প লিখেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার থাকা আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ'। তিনি আরও বলেন, ইরানের রাজধানী এখনও পর্যন্ত তিনি সঠিক পথে এগিয়ে চলছেন এবং এখন বুঝিবার প্রকাশ করার সময় নয়। মুসলিমরা আগে তেহেরানাইদের নিয়ন্ত্রিত বাহেদের নিষ্কর্ষক প্রতিনিধি পরিষদ ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রস্তাব পাশ করে।

প্রস্তাবটির ওপর শিগগিরই সেনেটে ভোটাভুটি হবে। এখন পর্যন্ত তাতে রিপাবলিকান সেনেটর এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ডেমোক্রাটদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এই আটজন ৪৭ ডেমোক্রাট সেনেটরের সঙ্গে মিলিত হলে প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাবে। প্রতিনিধি পরিষদ থেকে প্রস্তাবটি সেনেটে পাঠানোর পর এটির ওপর ভোটাভুটি হবে তিনা সে সপ্তাহে এক ভোটের পক্ষে ৪১ ও বিপক্ষে ৪৩ ভোট পড়েছিল। কাজেই দুবার ভোটাভুটিতে এটির পাশ করে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি এবা সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণাটাতেই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবেন পরিষদ ও সেনেটে দুটিরই অনুমতি না; বরং যুদ্ধ করার জন্য প্রতিনিধি পাবেন।

৬০ হাজার ধর্ষণে অভিযুক্ত রাষ্ট্রসংঘের সংস্থার কর্মীরা!

রাষ্ট্রসংঘ, ১৪ ফেব্রুয়ারি: গত দশকে রাষ্ট্রসংঘের হাজার বলায় থাকা কর্মীরা উন্নত, সমাজের বা ত্রাণের আড়ালে ৬০ হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

এক গোপন তদন্তের ভিত্তিতে এমন অভিযোগের দায়ি গত বছর ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্রিটিশ সরকারের অনুসন্ধানকারী সংস্থা ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ডিএফআইডি) সচিবের কাছে জমা দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবাধীন কর্মকর্তা আন্নু মাকলোড।

তাঁর দাবিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের অধীনে থাকা বিভিন্ন সংস্থার অন্তত ৩ হাজার ৫০০টি শিশু ধর্ষক লুকিয়ে রয়েছে। তাদের মানুষের মুখোশ পরে তারা এই জঘন্য অপরাধ ঘটিয়ে চলেছে বছরের পর বছর। শিকারই মূলত তাদের যৌন লালসার শিকার। নথিতে আরও বলা হয়েছে, হাজারো যৌন নিপীড়ক সংগঠনের নর্তী ও শিশুদের কাছে পেতে পারবা অর্থসাহায্যকারীকে ব্যবহার করে থাকে এইসব কর্মীরা। আর এক্ষেত্রে অপরাধ ঢেকে রাখার চেষ্টা দিয়েছে গত দুই দশক ধরে। যারাই এ ব্যবসার অপরাধের তথ্য প্রকাশ করতে চেয়েছে, তাদেরই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আন্নু মাকলোড বলেন, 'বিশ্বজুড়ে ১০ হাজার সহায়তাকর্মী রয়েছে, যাদের মধ্যে শিশু ধর্ষণের মানসিকতা রয়েছে। আমরা ইউনিসেফের টি-শার্ট পরে ত্রাণের ঘরে ঘরে আপনাকে কিছু লবেই পারে না। আপনি যা-ই করেন, শেষে পেয়ে যাবেন। বিশ্বের এইও ইন্ডাস্ট্রিতে এটি একচেটিয়া বাণিজ্য আকার ধারণ করেছে। পুরো প্রক্রিয়ায় গলদ, এই অন্যায়ের সুনাম হওয়া উচিত ছিল আগেও কর বছর আগেই।'

২০১৯ সালের ১২ মার্চে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য ও অসামরিক কর্মীরা ৬১১ জনকে যৌন নির্যাতন করার দায়ে অভিযোগ জমা হয় রাষ্ট্রসংঘে। যার মধ্যে তা স্বীকারও করে নেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

সেই ঘটনায় বিশ্বজুড়ে বড়া সমালোচনার পর এবার ৬০ হাজার কর্মীদের অভিযোগ সামনে এলো। আন্নু বলেন, গোপন একটির নয়, আসলেই তাদের মধ্যে এমন ঘটনার ঘটনা ঘটে চলেছে। শিশু সবই এবা যৌন হেনস্তা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে গেছে সিস্টেম। এই পাপচারে, মতাচারে অপরাধ একেই থামানো উচিত।

ফিলিপিন্সে বসতি গড়া ইহুদিদের সাহায্য করছে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠান

রাষ্ট্রসংঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ফিলিপিন্সে আসেন ইহুদি বসতি গড়ে তোলার সঙ্গে প্রযুক্তি কারিগরি মতবিরোধ-সহ ১১২ প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ পেয়েছে রাষ্ট্রসংঘ।

এর মধ্যে ১৬টি কোম্পানি ইজরায়েলের এবং বাকি ১৬টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ আরও ৫ টি দেশের। খবর অনেকজিনিয়ার।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন বুধবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করে, যারা পশ্চিমতীরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালানোর মাধ্যমে আসেন ইহুদি বসতি তোলার সহায়তা করেছে। ইজরায়েলের বাইরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের ১৬টি জয়েন্ট বেশোবেট কোম্পানি ইহুদি বসতি স্থাপনের সঙ্গে জড়িত। সব মিলে আছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হোম-দেখাশোনার বিখ্যাত কোম্পানি এয়ারবিএনবির নামও। ট্রাভেল সিয়ানের কোম্পানি এক্সপেডিয়া, প্রযুক্তি জয়েন্ট ভেঞ্চারেরা, কুক দেবার কোম্পানি জেনারেল মিলের মতো মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম আছে এ তালিকায়। এ ছাড়া অনেক নিমাণ প্রতিষ্ঠানে ইহুদি বসতি গড়ায় সহায়তা দিয়ে থাকে। যার মধ্যে আছে ফ্রান্সের এশিয়ে হেইল, ব্রিটিশ কোম্পানি কেসি থামসার্ভেস। রাষ্ট্রসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিমতীরে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম সুনির্দিষ্টভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। সংস্থাটির মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বিশেষ বক্তব্যটি বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন। এটি অবশ্য বাস্তবের দিকে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের এই প্রতিবেদনকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিপিন্স সরকার। দেশটির বিদেশমন্ত্রী তিনার আল-মার্কিনি এটিকে আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ম বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পুরুষের বেশে গাড়ি চালিয়ে মেয়েকে মানুষ করছেন 'সিঙ্গল মাদার' ফারহিন

নায়োর, ১৩ ফেব্রুয়ারি: একা মায়ের পক্ষে সন্তানকে বড় করার চ্যালেঞ্জ আর শঙ্কা অনেক থেকে বেশ অনেকটাই বেশি। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে মহিলাদের নিরাপত্তাই প্রতিনিয়ত বিপ্লিত হচ্ছে, সেখানে একজন মহিলার পক্ষে একার দায়িত্বে তাঁর সন্তানকে বড় করা মোটেই সহজ কাজ নয়। এমন যে দেশের কাম যদি পরিস্থিতি হয়, সেখানে নারীবাদীদারও আবো একাধিক বেশি আবছা, সে দেশে 'সিঙ্গল মাদার' শব্দটির নিজস্ব একা চালেঞ্জেরা। সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি লড়াই করছেন পাকিস্তানের বাসিন্দা ফারহিন। এই লড়াই করতে গিয়ে প্রতিক্ষণ কাজ করতে হয়েছে ছদ্মবেশ।

এই লড়াই করতে গিয়ে প্রতিক্ষণ কাজ করতে হয়েছে ছদ্মবেশ। পুরুষের মত পোশাক পরে, পুরুষ সাজতে হয়েছে তাঁকে। তাতেই ফারহিনের এই পথে মহিলা হয়ে পেরেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, নায়োরের ব্যানকার্বাদ বাজারে একটি রেস্তোরাঁ চালান ফারহিন। ৯ বছরের মেয়েকে নিয়েই সংসার তাঁর। পরিবারে কোনও পুরুষ উপার্জনকারী নেই। ফারহিনকেই পরিবার করতে হয়। কিন্তু বাজারের মতো জনসমাগমস্পর্শ এলাকায় একজন মহিলা হিসেবে নিরাপদে বাজ করা মোটেই সহজ নয়। তাই ফারহিন চুল কেটে ফেলেছেন ছোট করে। গোঁফ গজা, পুরুষ সেজেই রোজ রেস্তোরাঁ যাচ্ছেন তিনি। সারাদিন কাজ করে রোজগারের নিয়ে সেখানে বসেন। ফারহিন একটি ছোটখোটো বাড়ান মেয়েকে নিয়ে। কাজ করেন ফারহিন। সেই কাজের জন্যে মেয়েরা মোটেই 'যোগ্য' নয় পাক সমাজে। তাই ছদ্মবেশ করেই সেখান যান সেখানে। পুরুষালী ফারহিনের গাড়িতে উঠতে কেউ কার্পণ্য করেন না, কেউ প্রশ্ন করেন না, কেউ কোনও অসুবিধায় আসলেও করেন না। একারণেই ফারহিনের নিজের নিরাপত্তার বজায় থাকে, আবার মেয়েকে বড় করে তোলার জন্য টাকার সংস্থানও করা হয় পরিপাট্য করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মাথা উঁচু করে নারীদের বেঁচে থাকার পক্ষে কথা বলি আমরা। আমরা উদারতা তৈরি করি, মহাকাশ থেকে ঘুরতেছে; সবই সম্ভব হওয়া নারীদের কথা বলে। কিন্তু আসলে আশপাশের সমাজ যে বাধাগুলো যে কোনও ধারে মহিলাদের ঘেরে নিতে পারে না, তার প্রমাণ পাকিস্তানী সমাজে আসে প্রজাপতি। কিন্তু ফারহিন কাজেদের দলে পড়েন। তাই সমাজের মেনে না মেনেরাও ছোটো কুলো নিতে জানেন তিনি। জীবন যেখানে সুখের নয়, সংসার যেখানে কঠিন, যেখানে ক্ষণাক্ষণে বেঁচে পড়তে হবে পরিস্থিতি সমান দেওয়ার মাঝে করেই। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের একটি জেলকুর পেয়ে 'ইউমানস অফ লাহোর'-এ চেখা হয়েছে ফারহিনের বাধা। তবা পাবেই সেই-পুলিশের ফারিজা হয়েছেন তিনি। এর পরে কিছু মানুষ ফারহিনের ছদ্মবেশ সম্মান জানিয়ে এবং তাঁর মেয়ের পড়াশোনার জন্য কিছু টাকায় তুলেছেন। সে টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ফারহিনের হাতে। সেটিজেনরা বুঝিয়ে ওয়েছে ফারহিনের হার-না-মানা মনোভাবেকে।

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: U66021WB1988PLC047081
রেজিঃ অফিস: 'টেরিটি ভবনসমূহ', ১০৫ তলা, ১ বৃ. সা. সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৯
ফোন নং: ৩৩৩-২৫৩৭১৩২৫/৭১০৬
ইমেল আইডি: npr@bigfinance.com, ওয়েবসাইট: www.nprfinance.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		
		৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭৭৩.৯৮	৭১৭.৯৮	৮৭৮.৭৭	২,৩৭১.৯৩	২,৯৫৮.৭৮	
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১.৬৩)	৩৮.৩৩	১৫.৫৮	২৭৯.৮৮	৪৯৭.৫৮	
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১.৬৩)	৩৮.৩৩	১৫.৫৮	২৭৯.৮৮	৪৯৭.৫৮	
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১১.১৫)	৩০.১৪	১.৩৩	১৪৭.৩৩	১৫১.৩৩	
৫	সময়কাল [সমাবেশকাল (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য বাকশক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্ভুক্ত]	(১১.১৫)	৩০.১৪	১.৩৩	১৪৭.৩৩	১৫১.৩৩	
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৮৮.৯৯	৪৮৮.৯৯	৪৮৮.৯৯	৪৮৮.৯৯	৪৮৮.৯৯	
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪,৪১৩.৯৪	৪,৪৪৩.৯৪	৪,৪৮৩.৯৪	৪,৪১৩.৯৪	৪,৪৮৩.৯৪	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি) (চালু ধারা ও বন্ধ ধারার জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) বেসিক	(০.০১)	০.৪৪	০.০১	১.৫১	৩.০৮	
	(খ) ডিলুটেড	(০.০১)	০.৪৪	০.০১	১.৫১	৩.০৮	

বিঃদ্রঃ
(১) উপরোক্তটি ১৩৩৩ ডিসেম্বর সমাপ্ত তিনমাস ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
(২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
(৩) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা করেছেন কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক।
(৪) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
(৫) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
(৬) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
(৭) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।
(৮) ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nprfinance.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
সাকুলার ডিরেক্টর
DIN: 00000000

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: বার্নপুরিয়া সিমেন্টনগর রোড, পোঃ- কলাপুর, অন্ডালসোল - ৭১৩৩৪৪, জেলা- পশ্চিম, রাজ্য, দেশ: (০৩৪৩) ২১৫০৩১, ফ্যাক্স: (০৩৪৩) ২১৫০৩১, ই-মেল: co@burnpurcement.com
ওয়েবসাইট- www.burnpurcement.com, CIN: L27134WB1984PLC040831

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৩.২০১৯ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৬১৩৬.১৭	১৯৩৬.৮৭	২,০৪৬.৭৭	৮,৭১৮.১৪
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১১৪.৭১	-১৮২.৩৯	-২৩৪.৫৮	-৩৪০.২৭
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১১৪.৭১	-১৪৬.৩৯	-২৩৪.৫৮	-৩৪০.২৭
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১৬১.৭১	-২১২.১৯	৫৩৪.১১	-১,৯৮৭.১৩
সময়কাল [সমাবেশকাল (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য বাকশক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্ভুক্ত]-এর জন্য মোট বাকশক আয়	-১৬১.৭১	-২১২.১৯	৫৩৪.১১	-১,৯৮৭.১৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকার)	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্বোট্টা খাতের উত্তোলনের প্রভাবিত পুনর্মূল্যায়িত মজুত বাদ দিয়ে)	-১৩,৫৮৭.৩৪	-১৩,৫৮৭.৩৪	-৯,১১৬.৪১	-১৩,৫৮৭.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিক এবং অন্তর্বর্তী পর্যায়ের জন্য) (টাকায়)				
(ক) বেসিক	-০.১১	-০.২৩	-০.৪৪	-১.৪৭
(খ) ডিলুটেড	-০.১১	-০.২৩	-০.৪৪	-১.৪৭

মন্তব্য
১. উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালক পর্ষদের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
২. চলতি সময়কালের বেশিযুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে কোম্পানি প্রয়োজন মোতাবেক বিগত সময়কালের রশিদগুলি পুনর্বিন্যস্ত/পুনর্গঠিত করা হয়েছে।
৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড অন্যান্য ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ পর্যালোচনার সারাংশ। বিশদটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.burnpurcement.com) -এ আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ সমাপ্তি পাওয়া যাবে।

স্থান: বার্নপুর
তারিখ: ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
ইন্দ্রজিৎ কুমার চিত্তরঞ্জনি
সাকুলার ডিরেক্টর
DIN: 06626392

সিমকো লিমিটেড

CIN: L28910WB1943PLC158801
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭৪৬ আনন্দপুর, ই.এম.বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭
ফোন নং: ৩৩৩-৪০১৯ ৭৮৩০, ফ্যাক্স: ৩৩৩-৪০১৯ ৭৮৭৩, ইমেল: corp@simmco.in, ওয়েবসাইট: www.simmco.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের পীঠাঙ্কমালোচনা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	পীঠাঙ্কমালোচনা					
		তিন মাস সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০১৯ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৭৩৬.৩২	১,৮৭১.৬৩	২,৩১১.৬৩	৬৬,৭৩১.৭১	৭১,৩৬১.৬১	৭১,৩৬১.৬১
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও বিশেষ দফা পূর্ব)	১১.১১	(১৬০.৩৩)	৩৪.৩১	(৩৩৪.১১)	(১,৩০৩.১৬)	১,৩১৬.৬১
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী)	১১.১১	(১৬০.৩৩)	৩৪.৩১	(৩৩৪.১১)	(১,৩০৩.১৬)	১,৩১৬.৬১
৪.	সময়কাল [সমাবেশকাল (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য বাকশক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্ভুক্ত]-এর জন্য মোট বাকশক আয়	৩৬.৩৬	(৩৬.১৬)	৩৬.১৬	(২৩৬.১১)	(১,১০১.১১)	১,১৭৬.৬৬
৫.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬,১৪৬.৮	৬,১৪৬.৮	৬,১৪৬.৮	৬,১৪৬.৮	৬,১৪৬.৮	৬,১৪৬.৮
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়) (প্রতিটি ১০/- টাকার মূল্যমানের) মূল ও ডিলুটেড (-প্রতিষ্ঠিকৃত নয়)	০.১৮	(০.১১)	০.১৪	(১.১১)	(৩.৬৬)	১০.১৯

মন্তব্য
১. উপরোক্ত নির্যাসটি ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নিরীক্ষণ কমিটির সভায় পর্যালোচিত এবং পরিচালক পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ৯ মাস সমাপ্তের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত নির্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com, www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.simmco.in)-এর পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড অন্যান্য ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ পর্যালোচনার সারাংশ। বিশদটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.simmco.in)-এ আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ সমাপ্তি পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.০২.২০২০

পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষে
ডিরেক্টর
DIN: 00000000

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15122WB1988PLC044113
রেজিঃ অফিস: "ওরিয়েন্ট হাউস", ১৪ এন, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, ফোন: (০৩৩)-২২৮১-৭০০১
ওয়েবসাইট: www.oal.org.in, ইমেল: cs@oal.org.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত পীঠাঙ্কমালোচন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

বিবরণ	পীঠাঙ্কমালোচন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০১৯ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০১৯ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৯ (অনি